ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা

গোলাম মহিউদ্দিন
জাফর সাদেক চৌধুরী
মো: রাজু আহমেদ মাসুম
জসিম উদ্দিন

০১ নভেম্বর, ২০১৭

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ১৯৭৮ সালে প্রায় দুই লক্ষ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে যার মধ্যে ১৯৭৯ সালে ১,৮০,০০০ জন প্রত্যাবাসন করে ও ১০,০০০ জন মারা যায় এবং ১০,০০০ জন নিখোঁজ রয়েছে
- ১৯৯১ সালের অনুপ্রবেশের পর থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কাঠামোগতভাবে শুরু হয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (RRRC) তৈরি হয়

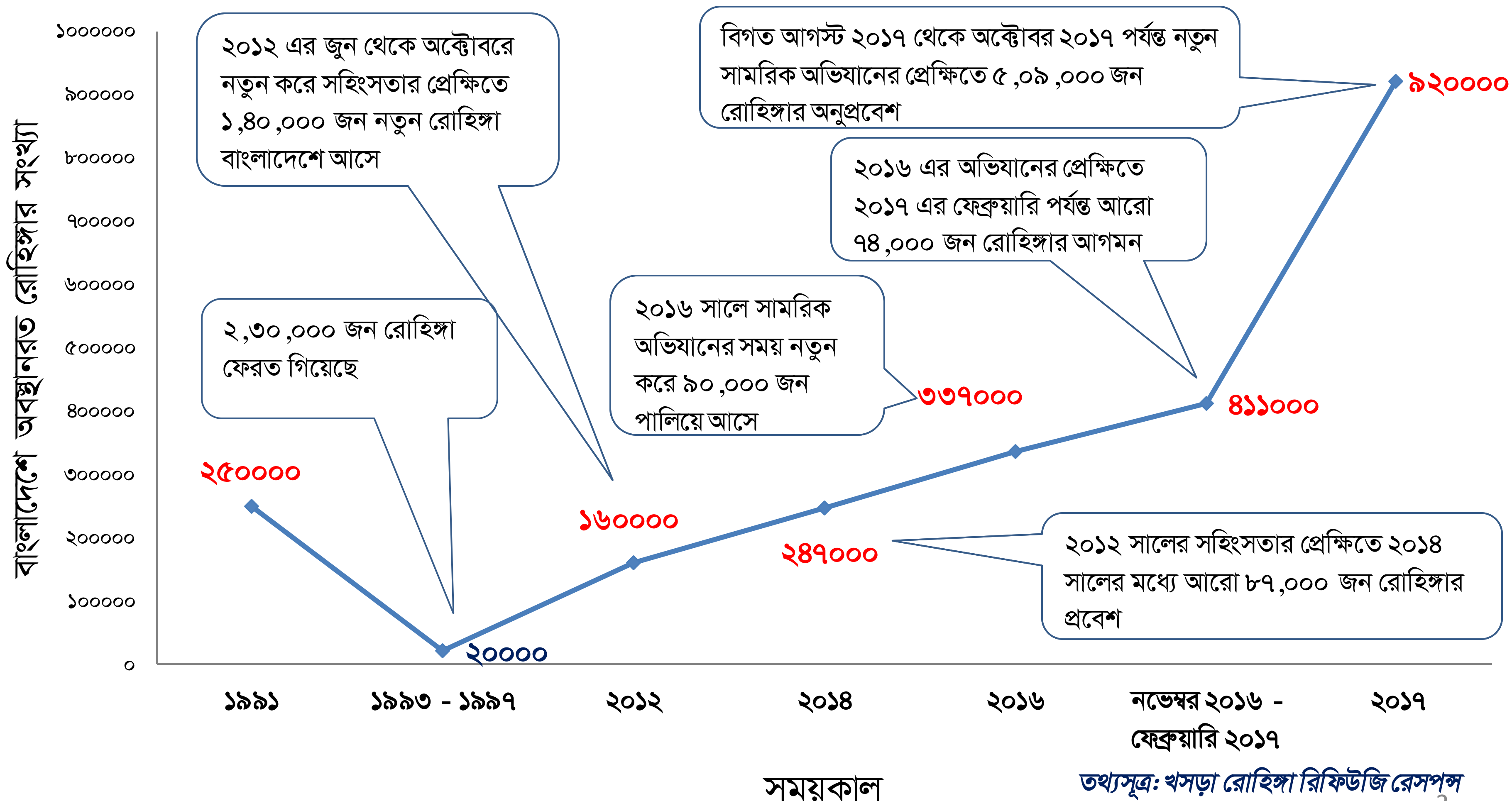

তথ্যসূত্র: খসড়া রোহিঙ্গা রিফিউজি রেসপন্স প্ল্যান, আইএসসিজি (অক্টোবর ,২০১৭)

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- পূর্ব থেকে অবস্থানরত প্রায় চার লক্ষাধিক এবং গত ২৫ আগস্ট থেকে আগত প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীর ব্যবস্থাপনা করছে বাংলাদেশ সরকার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আগত রোহিঙ্গাদের প্রায় ৫৮% শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ৬০% নারী
- জাতিসংঘ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে 'নিগৃহীত জনগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং মায়ানমার কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক এই নৃশংসতাকে 'জাতিগত নিধন' হিসেবে বর্ণনা
- এছাড়াও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা একে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিতকরণ
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রায় নয় লক্ষাধিক রোহিঙ্গার ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রচেষ্টা
- সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশটি আকস্মিক এবং সংখ্যায় বিপুল হওয়ায় আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা
- এই জরুরি পরিস্থিতে নানাবিধ অপরাধ, নির্যাতন, অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকির সম্ভাবনা
- তাছাড়া বহু-অংশীজন সংশ্লিষ্ট যেকোনো কাজে পারস্পরিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনা
- এরই প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই বিষয়ে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করার জন্যে এই দ্রুত সমীক্ষাটি গ্রহণ

সমীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমীক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ত্রাণ ও আশ্রয় ব্যবস্থাপনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
- রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্যে গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
- বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর উত্তরণে সুপারিশ প্রদান

সমীক্ষার পরিধি

- এই সমীক্ষায় রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ থেকে শুরু করে অস্থায়ী শিবিরে পৌঁছানোর পদ্ধতি, মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সহয়তায় গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত বিপর্যয়ের শঙ্কা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব এবং সমন্বয়, নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির ঝুঁকির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে
- সুশাসনের চারটি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমতা এবং সংবেদনশীলতা) আলোকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে

তথ্যের উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

- এই সমীক্ষাটি গুণগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সীমা নির্ধারণে 'তথ্য সম্পৃক্তি' (Data Saturation) বিবেচনা করা হয়েছে
- তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা নির্বাচন
  - আশ্রয় শিবিরের প্রকারভেদে সব ধরনের শিবির (নিবন্ধিত, মেকশিফ্‌ট ও বিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ) পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে
  - বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থায়ী শিবিরসমূহে আগমন প্রক্রিয়া বোঝার জন্যে স্থল ও জল উভয় ধরনের সীমান্তই নির্বাচন করা হয়েছে
- একই বিষয়ে একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের মান যাচাই করা হয়েছে

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার
প্রাথমিক তথ্যের উৎস	সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র; সাংবাদিক, স্থানীয় বাংলাদেশী নাগরিক ও আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
পরোক্ষ তথ্যের উৎস	সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট এবং গণমাধ্যম

- সমীক্ষাটি সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সময়কালে পরিচালিত হয়েছে

বিশ্লেষণ কাঠামো

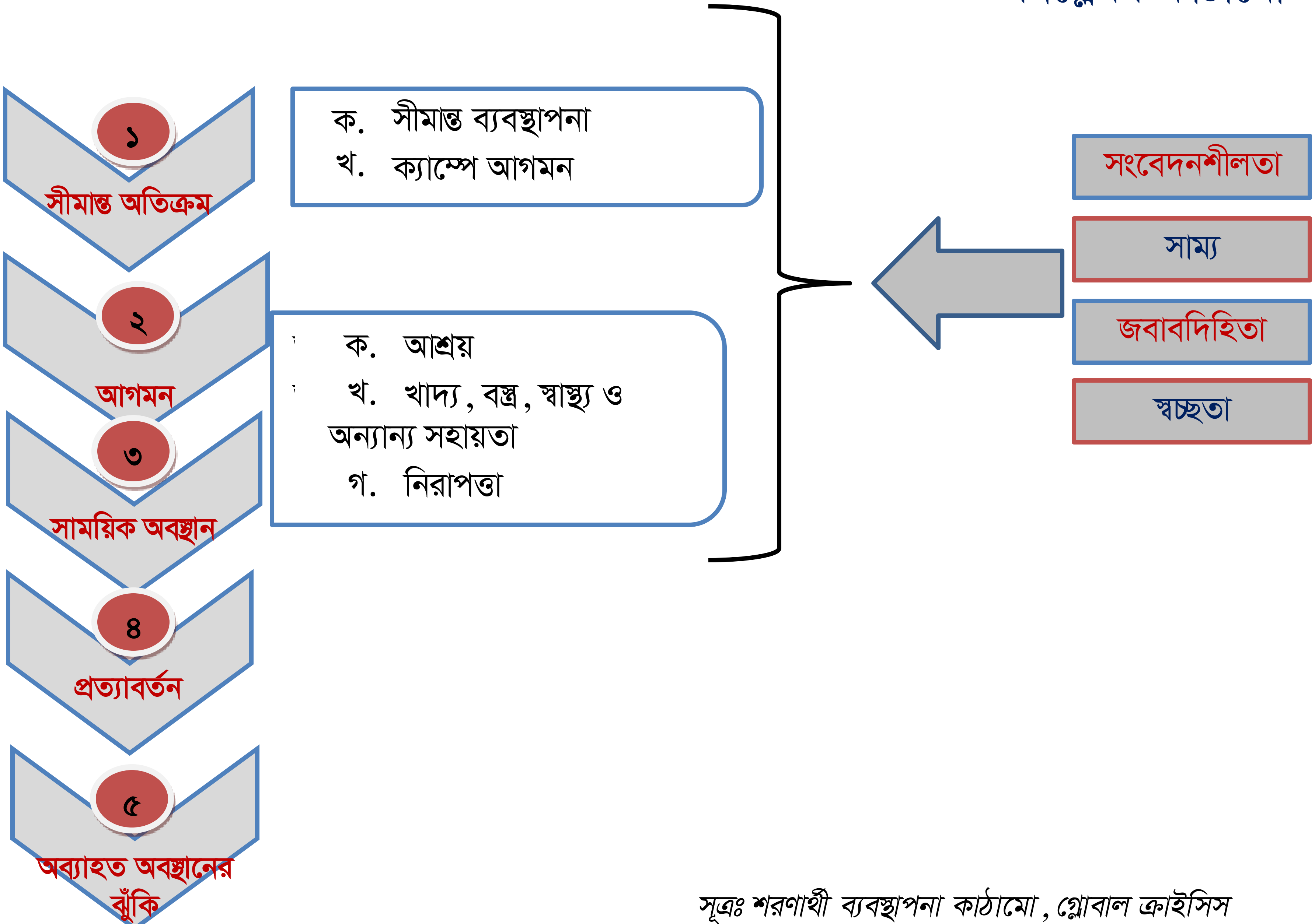

সূত্রঃ শরণার্থী ব্যবস্থাপনা কাঠামো, গ্লোবাল ক্রাইসিস সেন্টার, ২০১৬ (পুনমার্জিত)

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ: জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বনবিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লীবিদ্যুৎ, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)

খাত	নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ
শিক্ষা	UNICEF	▪ ৩৯টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ▪ ১৬টি জাতীয় বেসরকারি সংস্থা
	SCI	
খাদ্য নিরাপত্তা ও রসদ	WFP	
স্বাস্থ্য	IOM, WHO	
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	UNICEF	
	ACF	
পুষ্টি	UNICEF	
নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি সম্মান	UNHCR	
শিশু কেন্দ্রিক সেবা	UNICEF	
লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা	UNFPA	
শরণার্থী প্রতিক্রিয়া	UNHCR	
আশ্রয়শিবির ও ক্যাম্পের অবস্থান পরিকল্পনা	IOM	

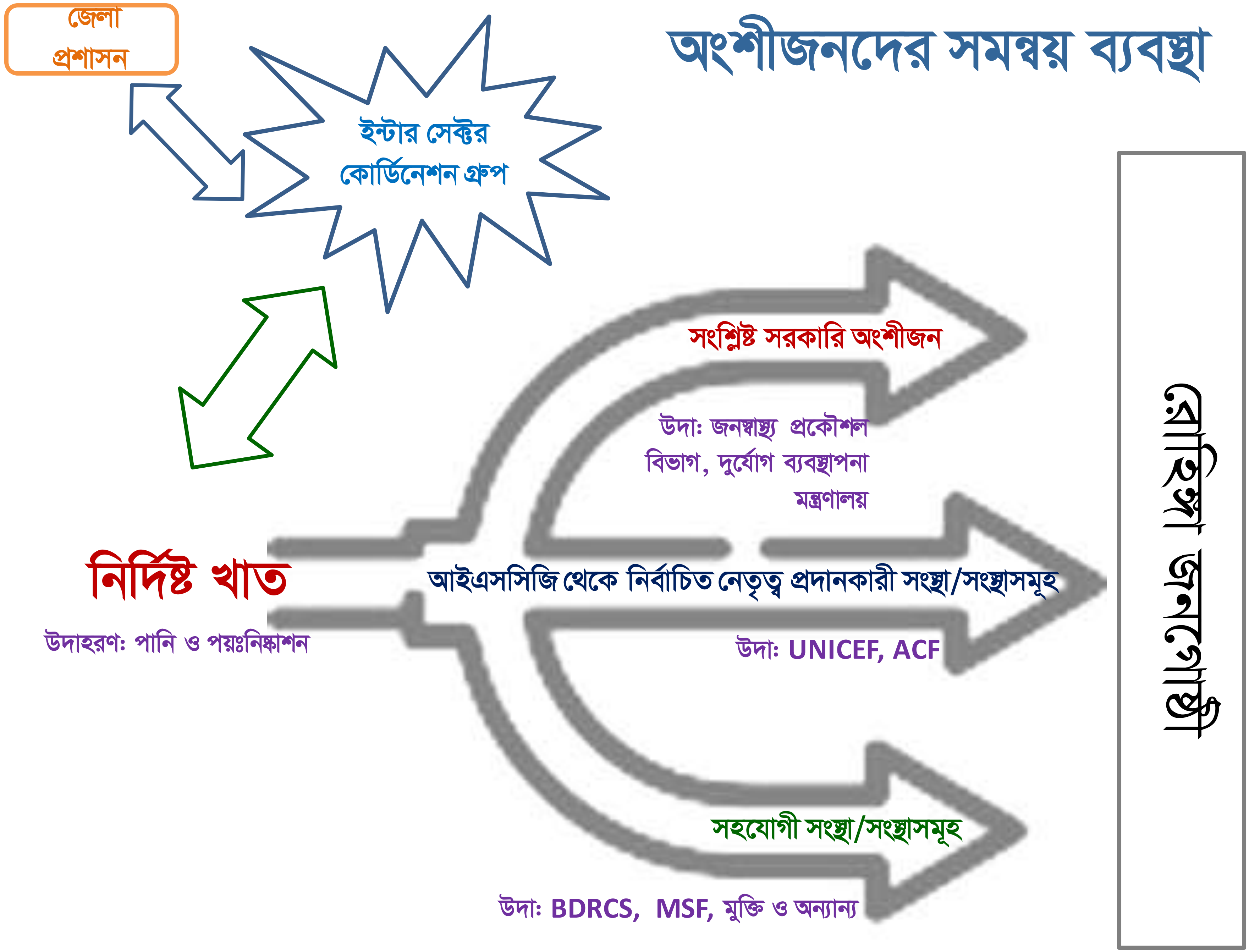
অংশীজনদের সমন্বয় ব্যবস্থা
জেলা প্রশাসন
ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ
নির্দিষ্ট খাত
উদাহরণ: পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
সংশ্লিষ্ট সরকারি অংশীজন
উদা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
আইএসসিজি থেকে নির্বাচিত নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহ
উদা: UNICEF, ACF
সহযোগী সংস্থা/সংস্থাসমূহ
উদা: BDRCS, MSF, মুক্তি ও অন্যান্য
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

সামগ্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচকদিকসমূহ

- পুরো প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তরিক উদ্যোগ। বিশেষত পুরো ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও তার কার্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পুরো বিষয়টির সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত জনবল কাজে লাগাচ্ছে
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ থেকে সরাসরি মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে
- আইএসসিজি ও সহযোগী সংস্থাসমূহ দ্রুত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে
- জরুরি অবস্থার বিবেচনায় সরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সন্তোষজনক
- ডবভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান নেয়া একাংশকে বিদ্যমান ক্যাম্প এলাকায় আনা হয়েছে
- সকল অংশীজনের কার্যক্রমে রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি সংবেদনশীলতা লক্ষ করা গেছে
- রাষ্ট্রীয় ত্রাণসহ বেসরকারি সংস্থার ত্রাণসমূহের পূর্ণ তথ্যাবলী জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়েছে
- ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ নির্দিষ্ট বিরতিতে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' এবং অন্যান্য তথ্যাবলী উন্মুক্ত করছে
- স্থানীয় অধিবাসী ও সমগ্র দেশ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে আন্তরিকভাবে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে
- শিশুদের বিনোদনের জন্যে ইউনিসেফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলো বিভিন্ন স্থানে কিছু শিশু-কেন্দ্র তৈরি করেছে এবং স্থাপিত কেন্দ্রগুলোর মান ভালো

সীমানা অতিক্রম এবং অবস্থান

- উখিয়া ও টেকনাফের বেশ কয়েকটি সীমান্ত এলাকা দিয়ে মূলত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে
- রোহিঙ্গারা নিকটবর্তী সীমান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং দূরবর্তী সীমান্ত থেকে স্থানীয় যানবাহনে করে ক্যাম্পগুলোতে কয়েক ধাপে পৌঁছায়
- এই যাত্রাপথে তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা মায়ানমারের মুদ্রা বিনিময় করে বাংলাদেশি মুদ্রা সংগ্রহ করে থাকে
- কোন ক্যাম্পে যাবে তা মূলত নির্ধারণ করে থাকে তাদের আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত লোকজন কোন ক্যাম্পে উঠেছে তার ভিত্তিতে
- আগস্ট, ২০১৭ থেকে অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত নতুন আগত রোহিঙ্গার সংখ্যা আনুমানিক ৫,০০,০০০ এর অধিক। আগত রোহিঙ্গারা মেকশিফ্‌ট ও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে

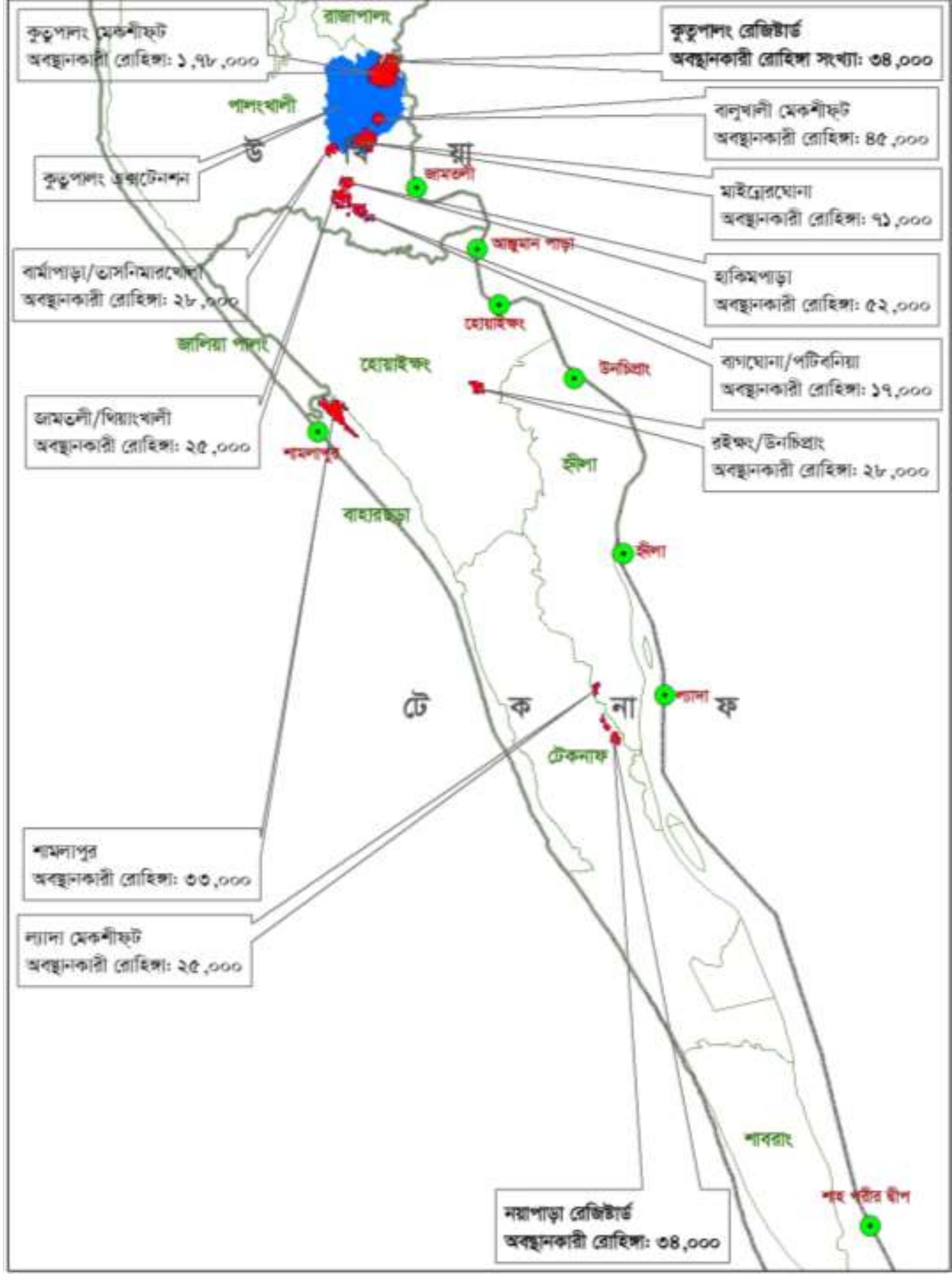

কেস স্টাডি: সীমানা অতিক্রম এবং ক্যাম্পে আগমনের ধাপ, মাধ্যম, অংশীজন এবং প্রক্রিয়া (উদাহরণ: নাফ নদী ও শাহ্ পরীর দ্বীপ রুট)

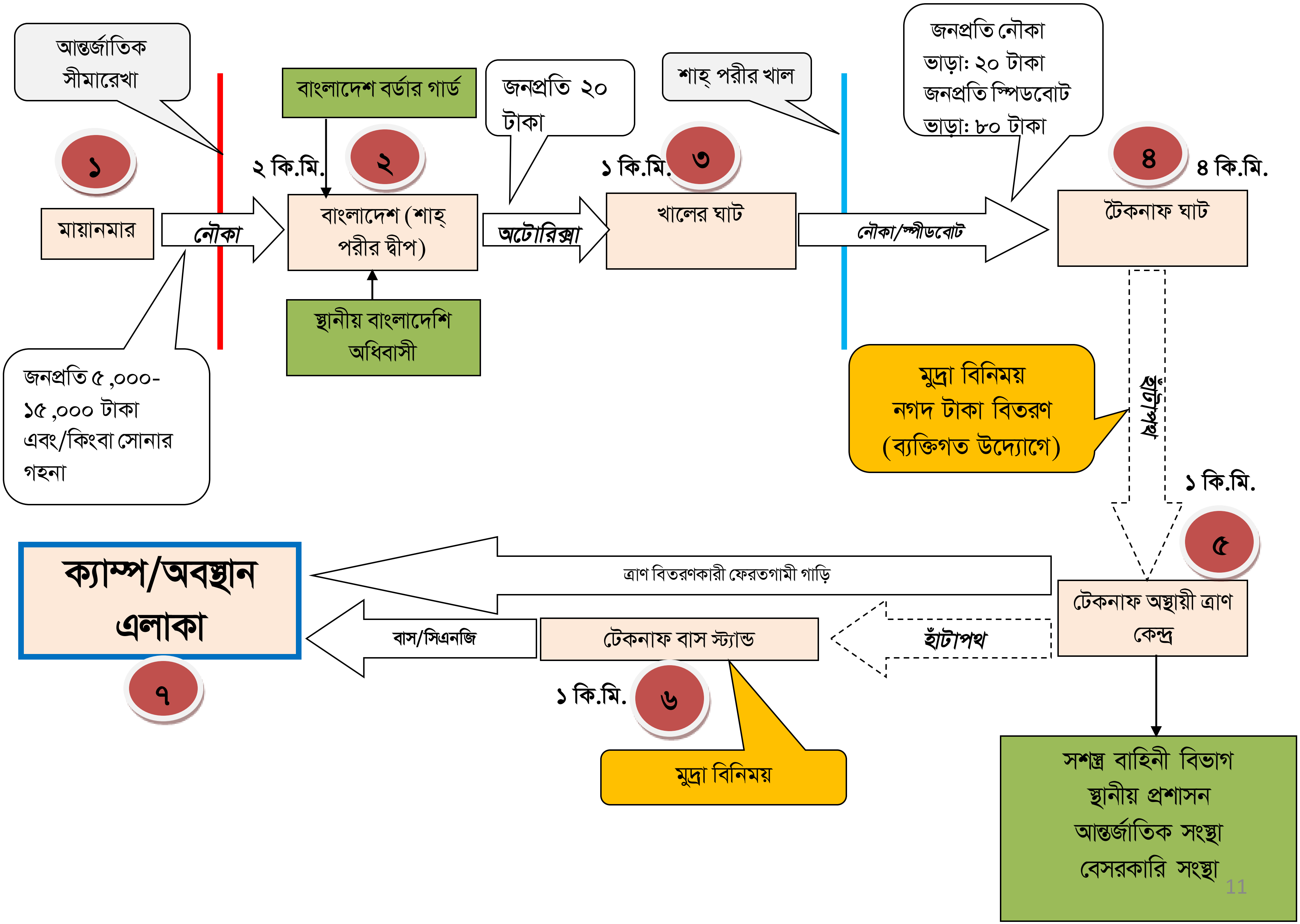

আশ্রয়স্থল

- অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো মূলত পাহাড়ি এলাকায় পাহাড় কেটে স্থাপন করা হচ্ছে
- ১২-১৮ বর্গফুট আয়তনের ঝুপড়ি তৈরিতে মূলত বাঁশ ও পলিথিন ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে গড়ে ৫-৬ জন বাস করে

- অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো মূলত বন বিভাগের জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতেও কেউ কেউ আশ্রয় পেয়েছে।
- ঝুপড়ি তৈরির সরঞ্জাম কেউ কেউ ত্রাণ হিসেবে পেয়েছে, বাকিরা স্থানীয় বাজার থেকে গড়ে ২,০০০ টাকায় ক্রয় করেছে
- ইরান, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ত্রাণ হিসেবে ৮১১টি তাঁবু পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৩০০টি বিতরণ করা হয়েছে

ত্রাণ ব্যবস্থাপনা

- অনুপ্রবেশের প্রথম দিকে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ছিল অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন। পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ কাজ শুরুর পর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ জড়িত হওয়ার পর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাটি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় পরিচালিত হচ্ছে

- ত্রাণ প্রদানের পূর্বে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ত্রাণের টোকেন সরবরাহ করা হয়। এই টোকেন বিতরণ বেশ কয়েকটি পদ্ধতির সমন্বয়ে হয়:

  - সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায়
  - ত্রাণ প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক সরাসরি
  - রোহিঙ্গাদের স্থানীয় নেতৃত্বের (মাঝি) মাধ্যমে

‘মাঝি’- রোহিঙ্গাদের স্থানীয় নেতৃত্ব

‘মাঝি’ বলতে রোহিঙ্গাদের স্থানীয় নেতৃত্বকে বোঝায়। বাংলাদেশের ব্যবস্থায় যা ইউপি চেয়ারম্যান- এর সহকারি পর্যায়ের। ক্যাম্পগুলোতে মাঝি নির্বাচনের কোনো আদর্শ পদ্ধতি নেই। কিছু ক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা নিজেরা তাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিকে মাঝি হিসেবে নির্বাচন করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেকে মাঝি হিসেবে ঘোষণা দেয়। মাঝিরা সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলোর রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার জন্য কাজ করে থাকে যার মধ্যে রয়েছে ত্রাণ টোকেন সংগ্রহ ও বিতরণে সহায়তা, রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্যে ঘটা বিরোধ নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি।

ত্রাণ ব্যবস্থাপনা...

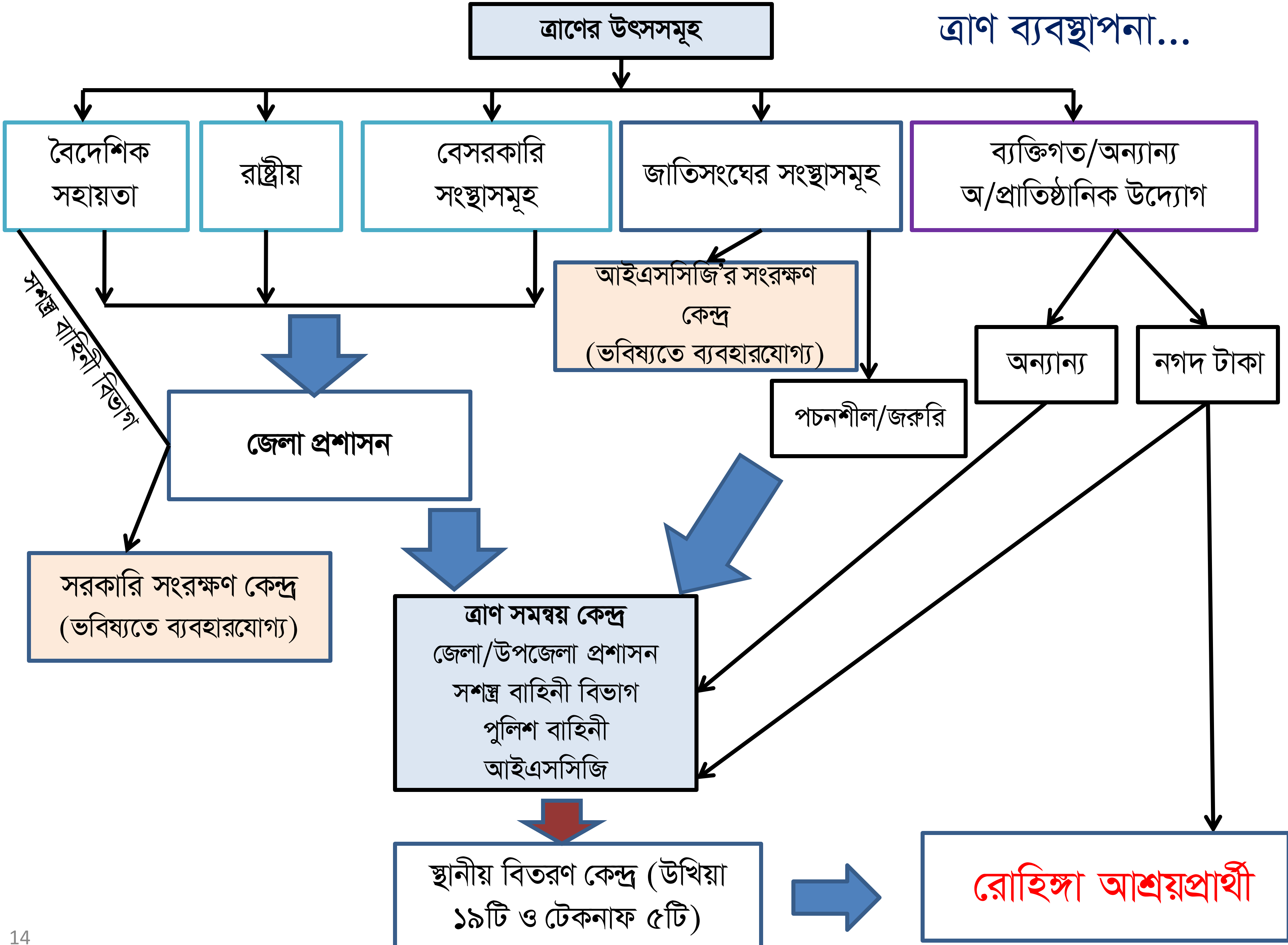

ত্রাণের উৎসসমূহ
বৈদেশিক সহায়তা
রাষ্ট্রীয়
বেসরকারি সংস্থাসমূহ
জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ
ব্যক্তিগত/অন্যান্য অ/প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
আইএসসিজি'র সংরক্ষণ কেন্দ্র (ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য)
অন্যান্য
নগদ টাকা
জেলা প্রশাসন
পচনশীল/জরুরি
সরকারি সংরক্ষণ কেন্দ্র (ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য)
ত্রাণ সমন্বয় কেন্দ্র
জেলা/উপজেলা প্রশাসন
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
পুলিশ বাহিনী
আইএসসিজি
স্থানীয় বিতরণ কেন্দ্র (উখিয়া ১৯টি ও টেকনাফ ৫টি)
রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থী

খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়নিষ্কাশন

- আইএসসিজি এর পক্ষ থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী জরুরি খাদ্য সরবরাহে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এসিএফ, সেড, রেডক্রস, পালস বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও কাজ করছে
- ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করে খাদ্য প্রদান করা হচ্ছে
- আগামী মাসগুলোতে ত্রৈমাসিক খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা ও ঝুঁকি যাচাইয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে
- রোহিঙ্গারা তাদের নিজস্ব ধরনের পোশাক পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যার ফলে প্রথমদিকে দানকৃত পোশাক ব্যবহার করেনি
- ইউনিসেফ ও এসিএফ এর নেতৃত্বে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ডিপিএইচই- এর সমন্বয়ে মোট ২১টি প্রতিষ্ঠান পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের কার্যক্রমের সাথে জড়িত
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত চাহিদা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে
- কক্সবাজার সিভিল সার্জনের অফিসের সমন্বয়ে আইওএম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে আশ্রয় প্রার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে

খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়নিষ্কাশন...

খাত	সেবার ধরন	সেবা প্রদান করা হয়েছে	বর্তমান সর্বমোট চাহিদা
খাদ্য নিরাপত্তা	জরুরি খাদ্য সহায়তা (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৫,৩৬,০০০	৫,৩৬,০০০
পুষ্টি	গর্ভবতী নারী (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	১২,৬৬২	৫৫,০০০
	পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশু (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৪৯,৩০৬	১,৫০,০০০
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	নলকূপ (২৯ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৪,৩৭০	২৫,০০০
	অস্থায়ী স্যানিটারী টয়লেট (২৯ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	২৪,৭৭৩	৩৮,০০০
	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতের সেবার আওতায় মোট জনসংখ্যা (২৯ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৫,৩০,০০০	১১,৬৬,০০০
স্বাস্থ্য	৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুর জন্য রুবেলা ভ্যাকসিন (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	১,৩৫,৫১৯	-*
	০-৫ বছরের শিশুর জন্য পোলিও ভ্যাকসিন ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৭২,৩৩৪	১,৫০,০০০
	সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ স্বাস্থ্য সেবা (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৭৬,৯৩১	-*
	মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সেবা (১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত)	৮৪,৬৪৩	-*

* চাহিদার সুনির্দিষ্ট পরিমান এখনো নির্ধারণ করা হয়নি

নিরাপত্তা

- সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে কক্সবাজারের ১৬০০ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম রেঞ্জ থেকে অতিরিক্ত ৬৬৭ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছে
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সব ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম করছে পুলিশ
- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় ফোন কলের জন্য জায়গায় জায়গায় টেলিটকের বুথ বসানো হয়েছে
- সারাদেশে রোহিঙ্গা বিস্তার রোধে পুলিশ কক্সবাজার এলাকাকে ঘিরে ১১টি চেকপয়েন্ট তৈরি করেছে
- ০৮ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী- ৬৯০ জন রোহিঙ্গাকে সারাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আটক করে ক্যাম্প এলাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং ক্যাম্প এলাকা থেকে অন্য জেলায় যাওয়ার সময় প্রায় ২৫,০০০ জনকে আটকানো হয়েছে

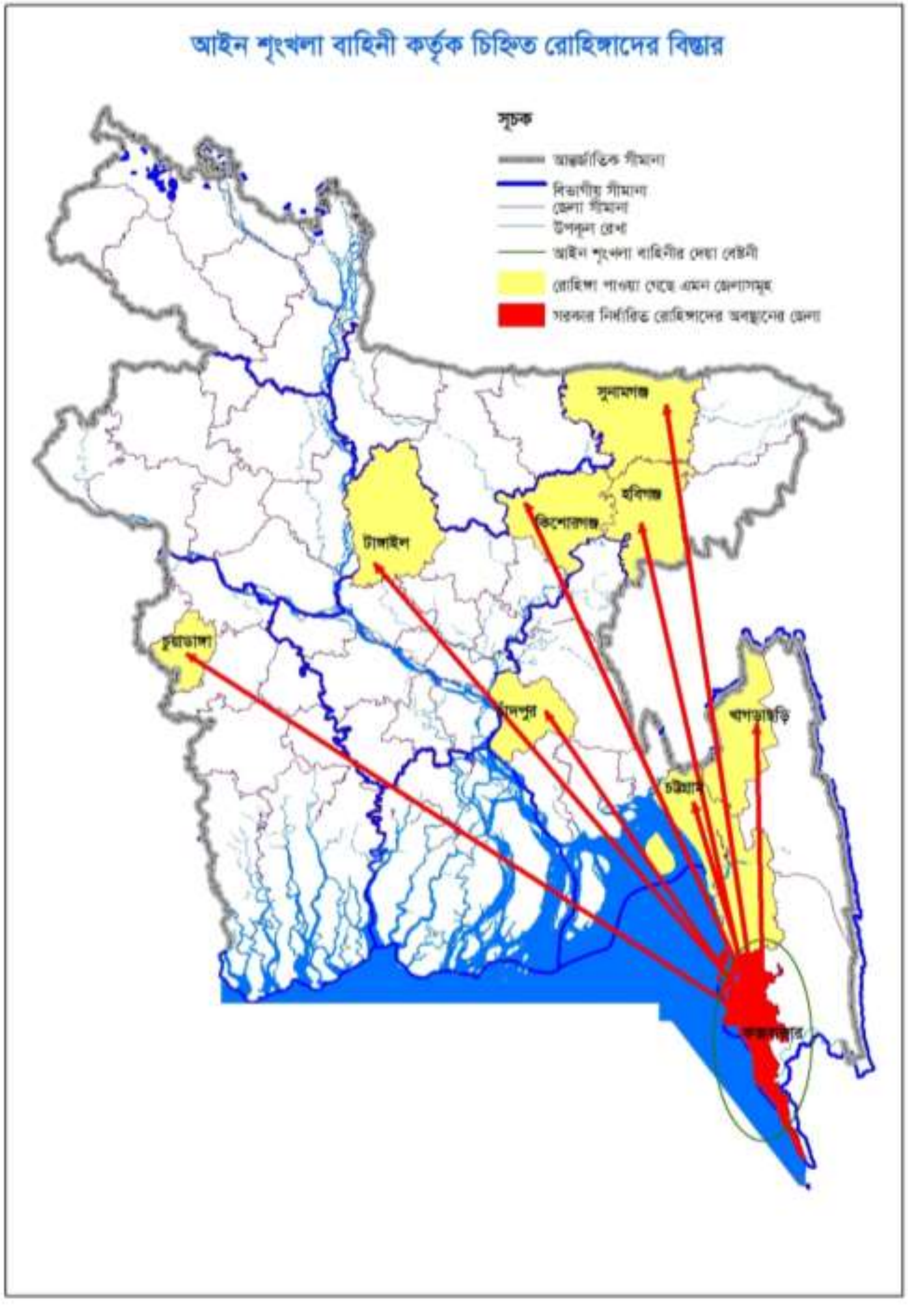

প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং শিশুদের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা

- প্রতিবন্ধীদের জন্য সংবেদনশীল কোনো ব্যবস্থাপনা বা স্থাপনা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি
- অনাথ রোহিঙ্গা শিশুদের আলাদা ক্যাম্পে রাখার পরিকল্পনা করেছে সরকার। ২০ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৮,৪৪৯ জন অনাথ শিশুকে চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করেছে এবং তালিকাভুক্তির কাজটি এখনো চলমান

বায়োমেট্রিক নিবন্ধন

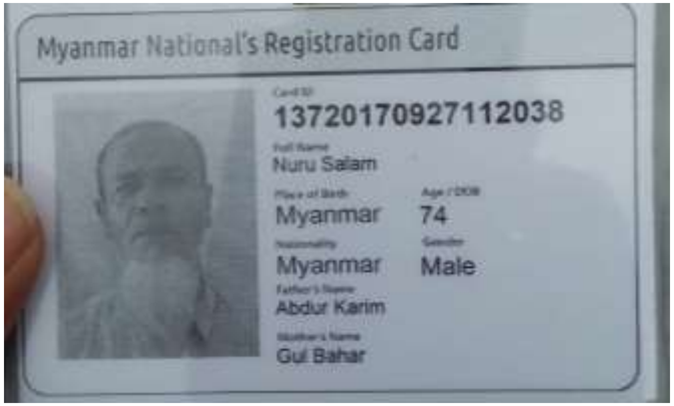

সমাবেশীকরণ দল

কার্যরত বেসরকারী সংস্থার সেচ্ছাসেবী

↓

রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থী

↓

৭টি নিবন্ধন কেন্দ্র

পাসপোর্ট অফিস

↓ নিবন্ধন

নিবন্ধিত রোহিঙ্গা

নিবন্ধিত রোহিঙ্গা:
২৭,৪৬৮ জন (২৭ সেপ্টেম্বর)
৬১,০০০ জন (৫ অক্টোবর),
২,১২,১৫৮ জন (১৮ অক্টোবর)
৩,১৩,০০০ জন (২৮ অক্টোবর)

চ্যালেঞ্জসমূহ: সীমানা অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান ও আশ্রয় নির্মাণ

- সীমান্ত অতিক্রম পথগুলো নিয়ন্ত্রনে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং সেখানে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার রোধে নিরাপত্তা তল্লাশী এবং কোনো ধরনের জরুরি সেবার ব্যবস্থা নেই। যাত্রাপথে আহত ব্যক্তিদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর জরুরি চিকিৎসা নিতে হয়েছে
- সীমান্ত অতিক্রম থেকে আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো এবং আশ্রয় শিবির তৈরি পর্যন্ত রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অসাধু চক্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির শিকার হয়:

  - **নৌকায় সীমান্ত পার হওয়ার ক্ষেত্রে;** *মায়ানমারের নৌকার মাঝিদের জনপ্রতি গড়ে ৫,০০০-১৫,০০০ টাকা অথবা সোনার গহনা দিতে হয় (প্রকৃত ভাড়া ২০০-২৫০ টাকা)*

  - **মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে;** *প্রতি এক লক্ষ কিয়াটে ৬,০০০ টাকা প্রদানের কথা থাকলেও দালালদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে ২,০০০-৪,৫০০ টাকা*

  - **স্থানীয় যানবাহন ব্যবহারে;** *অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হয়েছে (বাংলাদেশী মুদ্রার মান জানা না থাকায়)*

  - **আশ্রয়ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে;** *প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ২,০০০-৫,০০০ টাকা দিতে হয়েছে একটি অসাধু চক্রকে*

- উল্লেখ্য, উপরিউক্ত প্রতিটি ধাপের প্রতারণার সাথেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে
- বৈদেশিক সহায়তা থেকে প্রদত্ত তাবুঁগুলো মূলত শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হওয়ায় রোহিঙ্গারা সেগুলোতে থাকতে পারছে না। তারা তাদের বাঁশ ও পলিথিনের ঝুপড়িঘরেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে
- আশ্রয়ঘরগুলো দুর্যোগসহনশীল (ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, ভূমিধ্বস) নয় এবং ঘনসন্নিবেশিত হওয়ায় আগুন লাগলে তা ব্যাপক দুর্যোগে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

চ্যালেঞ্জসমূহ: ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য)

- রোহিঙ্গাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকায় ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'মাঝি'-দের ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎ, রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং মাঝিদের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে

- শীত ও বর্ষা মৌসুমে উপযুক্ত পোশাকের (বিশেষত শিশু এবং গর্ভবর্তী নারীদের ক্ষেত্রে) অপর্যাপ্ততা একটি সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি
- নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার এখনো ব্যাপক অপ্রতুলতা রয়েছে। এ সংক্রান্ত যে সকল স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে তার তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। স্থাপিত নলকূপগুলোর ৩০% দ্রুত প্রতিস্থাপন/মেরামত করা প্রয়োজন
- উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া প্রদত্ত অস্থায়ী টয়লেটগুলোর ৩৬% নিকট ভবিষ্যতে ভরাট হয়ে যাবে

চ্যালেঞ্জসমূহ: ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য)...

- চাহিদার তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা যথেষ্ট অপ্রতুল এবং তার উপর যোগ হয়েছে বিভিন্ন পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগের ঝুঁকি। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে এইড্স- এ আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে যা বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ
- আইএসসিজি কর্তৃক সামগ্রিক কাজের হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট বিরতিতে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশ করা হলেও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য (পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যতীত) উন্মুক্ত নেই
- প্রতিনিয়ত সরকারি ও বৈদেশিক গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের প্রোটোকল প্রদানে জেলা প্রশাসন ব্যস্ত থাকার কারণে ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সার্বিক তদারকিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যে পর্যাপ্ত সময়ের ঘাটতি রয়েছে

চ্যালেঞ্জসমূহ: নিরাপত্তা, নিবন্ধন ও অভিযোগ নিরসন

- রাস্তা থেকে ক্যাম্পের ভেতরে পৌঁছানোর জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ না হওয়ায় ক্যাম্পের ভেতরের নিরাপত্তা (বিশেষ করে রাতে) ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা রয়ে গেছে
- সামগ্রিকভাবে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি এবং রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্যে এবং রোহিঙ্গাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের (হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি ব্যতিত) নিরসনের আইনি প্রক্রিয়া এখনো নির্ধারণ করা হয়নি
- বায়োমেট্রিক নিবন্ধন প্রক্রিয়াতে লোকবলের ও নিবন্ধন কেন্দ্রের সংখ্যার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। রোহিঙ্গাদের মাঝে এই নিবন্ধনের ধারণা পরিষ্কার নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে ভুল ও নেতিবাচক ধারণা লক্ষ করা গেছে এবং কার্যরত কোনো কোনো বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিবন্ধনে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে
- রোহিঙ্গাদের একাংশের(বিশেষত মাঝিদের) কাছে মোবাইল সেট ও রবি সিম দেখা গেছে যা আইনত অবৈধ

পরিবেশগত প্রভাব ও বিপর্যয়

- আশ্রয়ঘরগুলো তৈরির সময় পাহাড় কাটা ও বনভূমির উজাড় এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করেছে। তাছাড়া বন্য হাতির গমনপথে আশ্রয়ঘর তৈরি করায় একটি বাড়তি ঝুঁকি তৈরি হয়েছে
- জ্বালানী কাঠ স্থানীয় গাছপালা থেকে সংগ্রহ করার দরুন বনায়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে
- এখনো পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এ বিষয়ে কোন কর্মসূচী নেই

“যদি নতুন করে আসা পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার আনুমানিক এক লক্ষ পরিবার হয় এবং প্রতিটি পরিবারের প্রতিদিন গড়ে এক কেজি কাঠও প্রয়োজন হয়, তবে গড়ে প্রতিদিন ১০০ টন কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই চিত্র যদি দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকে, তবে এ অঞ্চলে কোনো সবুজ থাকবে না” – ***বন বিভাগ***

চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

ত্রাণ ও জীবনধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন)

- আন্তর্জাতিক সহায়তায় ত্রাণ সরবরাহ এবং এর পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের পক্ষে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের সহায়তা প্রদান অনিশ্চিত হবে
- দ্রুত পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্পন্ন করে ত্রাণ বিতরণে সমতা নিশ্চিত না করলে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনাটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যা সহিংসতায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

নিরাপত্তাজনিত

- পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা হলে ক্যাম্পগুলোতে নানাবিধ অপরাধ ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে (বিশেষত নারী ও শিশুদের প্রতি)। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক নানাবিধ অপরাধে (যেমন, মাদক চোরাচালান, হত্যা, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড) রোহিঙ্গাদের জড়িত হবার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গা সংকটটি পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসতে পারে। তাছাড়া এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অত্র এলাকার বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনসমূহের সাথে রোহিঙ্গাদের যোগসাজশ প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহে ছড়িয়ে গেলে তা বহুমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির কারণ হবে
- রোহিঙ্গাদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হচ্ছে যা শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে
- অবাধ সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ ব্যবহার করে মাদক চোরাচালান ও মানব পাচারসহ বিভিন্ন ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব...

পরিবেশ

- রোহিঙ্গাদের অবস্থানরত অঞ্চলে ধ্বংস হওয়া পাহাড় কাটা, বনভূমির উজাড় ও অপ্রতুল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাজনিত কারণে ব্যাপক পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটেছে যা অত্র অঞ্চলের জীববৈচিত্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রভাব

- রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও স্থান গ্রহণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যেমন- দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, যোগাযোগ ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষাও স্বাস্থ্যসহ সহ নানাবিধ সেবার স্থবিরতা, মান ও অভিগম্যতার অবনতি। তাছাড়া উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা স্থানীয় বাংলাদেশীদের তুলনায় দ্বিগুনেরও অধিক (স্থানীয় বাংলাদেশি জনসংখ্যা ৪,৭৫,০০০ ও রোহিঙ্গা জনসংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০)। দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে

জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব

- রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য বাড়তি চাপ হিসেবে আসায় বাংলাদেশের অন্যান্য বিপন্ন এলাকা ও জনগণের (হাওড় ও উত্তরাঞ্চলের বন্যাদুর্গত) পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা ব্যয় (জাতীয়) সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি এবং উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গাদের অবস্থানরত অঞ্চলের পর্যটন শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

সুপাারিশ

বাংলাদেশের সরকারের জন্য

- উদ্ভুত রোহিঙ্গা সমস্যাটি যাতে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ না হয়ে পড়ে এবং প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে
- রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বহুমুখী আর্থিক ব্যয় প্রাক্কলন করে তা নির্বাহে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত প্রাক্কলনে সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞদেও সম্পৃক্ত করে সার্বিক প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগ ও সেবাখাতের ওপর সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে

আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থাসমূহের জন্য

- রোহিঙ্গা সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান করলেও এর সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (প্রতিবেশী ভারত ও চীনসহ মায়ানমারের সাথে বিশেষ কূটনৈতিক, ব্যবসা, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে এমন সকল দেশ ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে) এগিয়ে আসতে হবে। ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি, রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতে মায়ানমারের ওপর সমন্বিত কূটনৈতিক প্রভাব এবং সুনির্দিষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে হবে

ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য

- পর্যাপ্ত লোকবল সরবরাহের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সকল রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য ত্রাণপ্রাপ্তির সঙ্গে এই নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে
- সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ চাহিদা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা এবং সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ততা ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে
- সীমান্ত অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে যারা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেছে তাদেরকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য...

- পুরো প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে
- রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইট তৈরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে তা হালনাগাদ করতে হবে
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- প্রতিবন্ধী ও অনাথ শিশুদের তালিকা দ্রুত সম্পন্নকরণ এবং তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি রোধে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
- রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সীমান্তে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা এবং এই অনুপ্রবেশের সুযোগে মাদক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চোরাচালানের ঝুঁকি প্রতিরোধক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- ত্রাণের টোকেন বিতরণে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- ক্যাম্প এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (বিশেষ করে রাতে) জোরদার করতে হবে

ধন্যবাদ